জনাব কামরান মির্জার প্রত্যুত্তর - ৪

আগেই বলেছি, মির্জা সাহেব যতক্ষণ পর্যন্ত ওনার লেখাতে পয়েন্ট রেখে দেবেন ততক্ষন পর্যন্ত আমাকে উত্তর দিতেই হবে!

প্রথমেই আসি রাশাদ খলিফাকে নিয়ে।

ইন্টারনেট জগতে সম্ভবতঃ একমাত্র সাইট যেখানে কোরানের **চারটি** ট্রানসলেশন পাশাপাসি রাখা আছে। এরকম একটা আপডেটেড সাইট মির্জা সাহেবের মত একজন আপডেটেড মানুষ জানতো না একথা কে বিশ্বাস করবে কে জানে!

http://www.quran.org/quran/quran4/

দ্বিতীয়তঃ মির্জা সাহেব রাশাদ খলিফার নামই শোনেন নি ... এ কথা শুনলে শয়তানেও কুট্রিপেরে হাসবে!!! ওনি নাকি আমার কাছে থেকেই খলিফার নাম প্রথম শুনলো!

আর যদি ওনি সত্যি সত্যি না জানেন তাহলে দুঃখ করে বলতেই হয়, 'মির্জা সাহেব মনে হয় অতটা আপডেটেড না যতটা ওনি নিজেকে মনে করছেন!' আমি খুব প্রাউড ফিল করছি আপনার মত একজন মানুষকে এতবড় একটা তথ্য জানানোর জন্য। অথবা, আমাকে পচাতে যেয়ে ওনি নিজেই পচে গেল কি না কে জানে! পাঠক ভেবে দেখুন :)

এবার আসি আমার সম্বন্ধে ওনার 'সন্দেহ' নিয়ে। আমি বিষয়টিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু পাঠকদের কথা মনে রেখে অবশ্যই উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি। আপনি 'কি' বলতে চাচ্ছেন সেটা মুখ ফুটে না বললেও মানুষ বুঝে ফেলেছে। মানুষকে এতোটা বোকা ভাববেন না! তবে কথা মনের মধ্যে না রেখে স্পষ্ট করে বলবেন। আমি কিন্তু স্পষ্টবাদী, বুঝতেই পারছেন।

বাংলাতে একটা কথা আছে না '*সন্দেহের কোন ঔষধ নেই*'! সন্দেহের যেখানে কোন ঔষধ-ই নেই সেখানে মির্জা সাহেবকে আবার কি ঔষধ দেব ভাবছি .... ! ও আচ্ছা ... পেয়েছি ... মির্জা সাহেবের 'ডেইজি কাটার' আছে না? আমাকে নতুন করে কিনতে হবে না! এই ডেইজি কাটার দিয়েই মির্জা সাহেবের মাথায় ধাম করে একটা বারি দিয়ে (ফিজিক্যাল নয় কিন্তু, আবার চিৎকার করে পাড়ার মানুষ জড়াবেন না!) বলি 'আমি রাশাদ খলিফার ফলোয়ার নই'। সন্দেহ কি এখনও রয়ে গেছে? আমার হাতে এর চেয়ে ভারী কোন ডেইজি কাটার নেই কিন্তু! আপনার কাছে থাকলে একটা পাঠিয়ে দেবেন। যদিও একথা বলতে আমি বাধ্য ছিলাম না তথাপি অন্য কারো সন্দেহ থাকলে তারাও আপনার মত সংকা মুক্ত হবে, এজন্যই বললাম। আর তাছারা কে কার ফলোয়ার সেটা নিয়ে আমি কিন্তু মোটেও মাথা ঘামাই না! সি দ্য মেসেজ, প্লিজ।

আপনার চিন্তাভাবনা মনে হচ্ছে বেশ লিমিটেড। কারণ, আপনি মনে হচ্ছে আমার সম্বন্ধে অলটারনেটিভ কিছু ভাবতেই পারছেন না! নাকি আমাকে হেয় করার ধান্দা! তবে আমি কিন্তু পরোয়া করি না কে কি ভাবলো আমাকে নিয়ে! আমি আপনার পার্সোনাল বিশ্বাস নিয়ে সন্দেহ করি নাই। ইট ডাজ নট মাট্যার টু মি।

প্রফেট মুহাম্মদের বিষয়ে আমি বার বার কি বলতে চেয়েছি সেটা একটা ক্লাস ফাইভের স্টুডেন্টও বুঝবে আমার সবগুলো লেখা পড়লে। এবং আমি মনে করি আপনি ছারা সব্বায় বুঝে গেছে। আর আপনি না বোঝার ভান করে শুধু শুধু পানি ঘোলা করছেন। আপনি না বুঝতে পারলে আমি দুঃখিত!

মাওলানা ইউসুফ আলীর অনুবাদ বেশীরভাগ মানুষ ব্যবহার করে বলে তারটাকে 'সঠিক' ধরে নেওয়া লজিক্যাল ফ্যালাসির মধ্যে পড়ে। আর বেশী কিছু বলছি না। কারণ আমিও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই (৯৫%, guess) তার অনুবাদই কোট করি। মাত্র দু/একটি আয়াত রাশাদ খলিফা থেকে নেওয়াতে আপনি আমার সম্বন্ধে যে 'সন্দেহ' করেছেন সেটাও কিন্তু ঐ লজিক্যাল ফ্যালাসির মধ্যেই পড়ে! হুহ!

আপনি নাকি খলিফার নামই শোনেন নি আবার হুট করে বলে ফেললেন 'মিস-ট্রান্সলেশন'? আমি কোট করেছি সেজন্য খলিফার ফলোয়ার বানিয়ে দিয়ে একেবারে 'মিস-ট্রান্সলেশন' বানিয়ে দিলেন? হুহ!

পাঠক বুঝে ফেলেছেন কার মধ্যে প্রবলেম আছে! আমি 'সৌন্দর্য্য' এবং 'মুখমন্ডল' নিয়ে যে ভুলটা করেছিলাম সেটা সুন্দর করে শেষ লেখাতে জানিয়ে দিয়েছি। তার মানে, আপনার লেখাতে 'সৌন্দর্য্য' নিয়ে যে ক্লেইমটা করেছিলাম সে ভুলটা আমি মেনে নিয়েছি। এর পরও আপনি বিষয়টা আবার ঘোলা করছেন! আমি কিন্তু সেই রকম মোটেও না, আবারো বুঝতে ভুল করছেন। আপনি কখনও ভুল মেনে নেন না। এ সমস্যা আপনার।

ব্যক্তিগত প্রশ্নটার ব্যাপারে আমি পরের এক লেখাতে কিছু বলেছিলাম। এতদিন পর আবার বিষয়টা টেনে আনছেন কেন বুঝলাম না।

আর বাকি যেগুলো ড্রাম পিটাইছেন তার উত্তর দেওয়া সময়ের অপচয় ছারা আর কিছুই নয়। কে কার পিটানি খাইতেছে সেটা না হয় পাঠকদের উপরই ছেরে দেন। শুন্যে গদা ঘুরাইলে মানুষ হাসবে! আপনিই মনে হয় একবার বুশের পিটানি খাইতেছেন আরেকবার লাদেন-সাদ্দামের পিটানি খাইতেছেন। আমি ওগুলির মধ্যে নেই।

ধন্যবাদ।

রায়হান

ahumanb@yahoo.com